কমিশনারের 'জনকল্যাণমূলক' কাজের নমুনা!

২০০ ব্যবসায়ী বেকার

মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারে দু'শতাধিক অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র মানুষ ব্যবসা করতো। ড্রেন তৈরির নামে স্থানীয় বিএনপি সমর্থিত কমিশনার হারুন-অর-রশীদ তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করে। কিছুদিন পর পুনরায় সেখানে দোকান নির্মাণ করেন। দোকানগুলো স্থানীয় কমিশনারের পছন্দের লোকদের বরাদ্দ দিয়ে ইতিমধ্যেই কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন...

লিখেছেন **প্রশান্ত মজুমদার**

দখল-পাল্টা দখল এটি এখন আর নতুন কোনো খবর নয়। অস্ত্র, অর্থ এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করাটা ক্রমশ সহজ হয়ে উঠেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, চর দখল, জমি দখল, বাড়ি দখলের খবর এখন মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায়। তবে সরকারি সম্পত্তি দখল করা যেন আরো সহজ। এক্ষেত্রে সরকারি দলের সাইনবোর্ড গায়ে থাকলে তো কথাই নেই।

সম্প্রতি ৩৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার হারুন অর রশীদ সন্ত্রাসী বাহিনীর সহায়তায় মতিঝিলের এজিবি কলোনির কাঁচাবাজারের দু'শতাধিক দোকান দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্রমতে, এর মাধ্যমে তিনি সাড়ে তিন কোটিরও অধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রতিদিন ও মাসিক চাঁদা আদায়ের ধারাও অব্যাহত রয়েছে। জানা গেছে, হারুন অর রশীদ সরকারিদল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতেছেন।

যেভাবে শুরু

হারুন অর রশীদ ২৭ জুলাই ২০০২ তারিখে নিজস্ব প্যাডে এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারের দোকানদারদের উচ্ছেদের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করেন। সূত্রমতে এর চার মাস পরে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের উদ্যোগ নিলে দোকানদারদের প্রতিরোধের মুখে তাদের লোকজন ফিরে যায়। পরবর্তীতে ড্রেনে কাজ করার নামে ৭ মে ২০০৩ তারিখে উক্ত কমিশনারের সন্ত্রাসী বাহিনীর মুখে ব্যবসায়ীদের দু'শতাধিক দোকান গুঁড়িয়ে দেয়। যে বিষয়টি থানা পুলিশও জানতো না।

কমিশনার এবং প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার সখ্য

মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এবং মতিঝিল কাঁচাবাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ নামে দুটো সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত সমিতির নামে অস্থায়ীভাবে দোকান নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বরাবরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনকৃত ফাইলটি ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ফজলুজ্জোহা ২০০০কে বলেন, 'এজিবি কলোনির কাঁচাবাজারের অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বহুমুখী কল্যাণ সমিতির আবেদনকৃত ফাইলটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। এটি এখনো বাজার বরাদ্দ কমিটিতে পৌঁছায়নি।' একটি সূত্রে জানা গেছে, উক্ত কমিশনার ও ডিসিসির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার গ্রামের বাড়িও একই এলাকায়। তাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে বলে জানা যায়। সাপ্তাহিক ২০০০কে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, একমাস আগে উক্ত সিটি কর্মকর্তার স্ত্রী কমিশনার হারুন অর রশীদের বাসায় এলে পরবর্তীতে তাকে পুলিশ প্রহরায় পৌঁছে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ২০০০কে উক্ত সিটি কর্মকর্তার স্ত্রী জানান, 'তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার গ্রামের বাড়ি কোথায় তা তিনি জানেন না। তিনি আরো বলেন, উক্ত কমিশনারের নামও তিনি শোনেননি।'

ড্রেনের কাজের নামে উচ্ছেদ

সূত্র মতে, স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার ড্রেনের কাজের নামে তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে দোকানগুলো ভেঙে ফেলে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, দেওয়ালের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এবং গুঁড়িয়ে দেয়া স্থানে পুনরায় দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। দু' শতাধিক দোকানদারকে তাড়িয়ে সেখানে আবার ২১২টি দোকান নির্মাণ করেন। এর মধ্যে মতিঝিল কলোনি কাঁচাবাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মুখে রাস্তার দু'পাশে ছাদহীন ৮২টি দোকান নির্মাণ করেন। সেগুলোর প্রতিটি থেকে উক্ত কমিশনার ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দোকানদারদের কাছ থেকে নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর নামে আবেদনকৃত জায়গায় ১৩০টি দোকান নির্মাণ করেন। যেগুলো থেকে ২-৪ লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। মতিঝিলের মিডল সার্কুলার রোডের এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারের দোকান নির্মাণের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট নয় বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের খিলগাঁও জোন-৪-এর প্রকৌশল বিভাগ এই নির্মাণ কাজ সম্পর্কে কিছুই জানে

না। এ জোনের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'তারা শীঘ্রই স্থানটি পর্যবেক্ষণের জন্য সরেজমিনে যাবেন।'

আদালত অবমাননার অভিযোগ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ অঞ্চল-৪ থেকে মতিঝিল মিডল সার্কুলার রোডের উভয় পার্শ্বে ২২০টি দোকান নির্মাণ করার প্রাক্কালে টেন্ডার আহ্বান করলে পরবর্তীতে ৮২টি দোকান নির্মাণ করা হয়। উক্ত ৮২টি দোকানের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ৪র্থ জজ আদালতে ৩৩/৯৮ নং দায়কৃত মামলায় তাদের পক্ষে রায় হয়। রাস্তার উভয় পাশে অবস্থিত এই ৮২টি দোকানের মধ্যে পাঁচটি দোকান পর পর তিন ফুট প্রশস্ত করে ১৪টি ড্রেন ছিল। বর্তমান কমিশনার উক্ত স্থানে দোকান নির্মাণ করে আদালত অবমাননা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, উক্ত দোকানগুলো থেকে তিনি মাসিক ১০০০ টাকা করে চাঁদা পান। এসব দোকানগুলো হতে এককালীন ১০ হাজার টাকা নেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চাঁদাবাজ কমিশনার

এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারে উক্ত ওয়ার্ড কমিশনারের অনুগত একটি সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্র মতে, তাদের মাঝে সরকারি চাকরিজীবীও রয়েছে। এ বাহিনীর অন্যতম সদস্যরা হলো শাহ আলম, লুৎফর রহমান ওরফে বিতলা বাবুল, বাচ্চা আলম, মেসবাহ। তাদের মধ্যে একজন বর্তমান সরকারের অপারেশন ক্লিন হার্টের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল।

সূত্র মতে, শাহ আলম, লুৎফর রহমান ওরফে বিতলা বাবুল, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন জাহান, তহিদুর রহমান তহিদ ছিলেন মতিঝিল কাঁচাবাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্য। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবী হওয়ায় সমবায়ের অধ্যাদেশে তাদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন নাম ধারণ করে এবং উক্ত সমিতির রেজিস্ট্রেশন (৫৯/১৯৮৫) ব্যবহার করে মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজার মালিক সমিতির নামে আরেকটি সমিতি গড়ে তোলে। তারা পূর্বোক্ত সমিতি থেকে পাঁচ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভাপতি বিদেশে থাকায় এটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় কমিশনার ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সম্পাদকই এখন মুখ্য ভূমিকা রাখছেন। এ বিষয়ে সমিতির একজন সদস্য ২০০০কে বলেন, 'এ সমিতির বর্তমান সভাপতি জাপানে রয়েছেন। এ সুযোগে

এই অননুমোদিত মার্কেট তৈরির ফলে বেকার হয়ে গেছেন সাধারণ ব্যবসায়ী

সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন স্থানীয় কমিশনারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাঁদাবাজি করছেন। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর যেসব সদস্যরা এখানে ব্যবসা করতো তাদেরকে কমিশনারের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় তিনিও জড়িত।' এ বিষয়ে ফরিদ উদ্দিন ২০০০কে বলেন, সমিতির সভাপতি বিদেশে থাকায় কমিশনার হারুণ অর রশীদকে আমরা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করে দিয়েছি। সমিতির পক্ষ থেকেই দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভাগ বরাবর একটা আবেদন করা হয়েছে। এখানে যারা ব্যবসা করতো তাদের তালিকা কমিশনারের কাছে রয়েছে। সে অনুযায়ী দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় কমিশনারের অনুগত চাঁদাবাজরা উক্ত ৮২টি দোকান ও এর সম্মুখে অবস্থিত ৮২টি দোকান মোট ১৬৪টি দোকান হতে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া উক্ত ৮২টি দোকানের মধ্যে যে পাঁচটি কসাইদের দোকান রয়েছে সেখান থেকে প্রতিদিন ২০০ টাকা চাঁদা নিয়ে থাকে। এছাড়া আরো একটি দোকান থেকে মাসিক ১০০০ টাকা নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ-এর আবেদনকৃত জায়গায় যে ১৩০টি দোকান নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে এসব দোকানগুলো থেকেও মাসিক ১০০০ টাকা চাঁদা প্রদান করবে এ শর্তে অলিখিতভাবে বরাদ্দ দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ওয়ার্ড কমিশনার হারুন-অর-রশীদ ২০০কে বলেন, 'ড্রেন করার ব্যাপারে মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যরা স্থানীয় কমিশনার হওয়ায় আমার সঙ্গে আলাপ করে। সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বতন ব্যবসায়ীদের চলে যেতে বললে তারা চলে যায়। বর্তমান দোকান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় উক্ত সমিতিই সংশ্লিষ্ট দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বতন ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।' ইতিমধ্যে পূর্বতন ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে তার পছন্দের লোকদের দোকান বরাদ্দ দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, 'পারলে প্রমাণ দিন। দোকান বরাদ্দের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন বা সমিতির। আসলে আমি কমিশনার হওয়ার পর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ফুটপাত সংস্কারসহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে।'

২০০ শতাধিক ব্যবসায়ী বেকার

মতিঝিল কলোনির কাঁচাবাজারে দু'শতাধিক অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র মানুষ ব্যবসা করতো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জেলা সমবায় কার্যালয় ঢাকা হতে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধিত হয়। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৪/২৭-২-০১ইং। এ সমিতির নামে বর্ণিত জায়গাটি অস্থায়ীভাবে দোকান বরাদ্দের বিষয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উক্ত সমিতির আবেনদকৃত ফাইল (ফাইল নং ৪৩৫১/১৫-৫-০১ইং)-এর ২৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে সিটি কর্পোরেশনের প্রয়োজনে যেকোনো সময় জায়গাটি ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে এ শর্তে প্রতি বর্গফুট মাসিক ৪.০০ টাকা হারে ভাড়া পরিশোধ ভিত্তিতে আবেদনকারীর নিজ খরচে দোকান করার লক্ষ্যে দরখাস্তকারী সমিতির অনুকূলে অস্থায়ীভাবে জায়গা ব্যবহারের বিষয়টি সদয় বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এ ফাইলটি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তার পূর্বেই থানা পুলিশকে না জানিয়ে স্থানীয় কমিশনার হারুন অর রশীদ ড্রেনের কাজ করার নামে তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। আবার সেখানে দু'শতাধিক দোকান নির্মাণও করেন। যার একটি দোকানও উক্ত ব্যবসায়ীরা বরাদ্দ পায়নি। ফলে এসব ব্যবসায়ী এখন নিঃস্ব হয়ে পথে বসেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নীরব।

ছবি : **খালেদ সরকার**